আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার

গ্রেপ্তারকৃত সহকর্মীদের দেখতে গিয়ে আটক হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু। আজ শনিবার সকালে থানা প্রাঙ্গণ থেকে তাকে আটক করা হয় বলে দাবি করে স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এছাড়াও ২০২২ সালের নাশকতা মামলায় আটক করা হয়েছে উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলামসহ এর বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের আরো ১৬ নেতাকর্মীকে। এঘটনায় তিব্র নিন্দা জানিয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা হলেন- জিল্লুর রহমান ওল্টু (৫৬), রফিকুল ইসলাম (৪২), উজ্জ্বল হোসেন (৩৫), আব্দুল আলিম (৩৬), রাজু (৩০), মোখলেস রহমান মিলন (৪৫), সাফায়েত হোসেন (৩৭), ইফতেখারুল ইসলাম (২৯), শফিকুল আজম (৩৭), জহুরুল ইসলাম বেনজির আহমেদ স্বপন (৪৫), নাসির উদ্দিন (৪৫), ওবায়দুর রহমান বেল্টু (৩৩), সাইফুর রহমান (৪৪), ইকতার (৪৫), দেলোয়ার হোসেন ঝন্টু (৪৩), আমিনুল ইসলাম
(৫৭) ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নাশকতার অভিযোগে অত্র থানার পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইকবাল হোসেন বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসামীদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাশকতা সংশ্লিষ্ট মামলায় গতকাল শনিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় ৩৩ জনের মত গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে। রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৭ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

১০ দফা দাবি আদায়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ

বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তিসহ ১০ দফা দাবি আদায়, গায়েবি মামলায় নির্বিচারে গ্রেফতার, মিথা মামলা ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেছে জেলা বিএনপি।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বি’এন’পির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক এমপি ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এ্যড. জয়নাল আবেদিন। বিশেষ বক্তা ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু। বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আলমগীর খান ছাতু, যুগ্ম সম্পাদক প্রভাষক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ হাসান বিজনসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, এদেশের জনগন এখন আর আওয়ামীলীগের সাথে নেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অধীনস্থ আদালত ও পুলিশ এখন আর মানেনা। মেহেরপুর হ সারা দেশ থেকে ঢাকা অভিমুখে পদযাত্রা করে সরকারের পতন ঘটানো হবে। ২০১৮ সালের মত নির্বাচন এ দেশে আর হবে না, জনগনই প্রতিহত করবে। আর তারেক রহমান রাজার বেশে বাংলাদেশে ফিরে আসবেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন,’জনগনের সংগ্রাম শুরু হয়েছে আজকের এই ১৯ তারিখে। লড়ায়ের মধ্য দিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যে এই সরকারের পতন ঘটানো হবে।’

গাংনীতে সেলিম আহমেদের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার (৯ এপ্রিল) গাংনী উপজেলার কাজিপুর কাচারি ফুটবল মাঠে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের সভাপতিত্বে জেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক রেজানুল হক ইমন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শাহাবুদ্দিন, কাজিপুর যুবদলের আহ্বায়ক আজমাইন হোসেন, সদস্য সচিব হাসিবুর রহমান বকুলসহ জেলা, উপজেলা, পৌর, ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সরকার চুরি- দুর্নীতিকে জাতীয়করণ করেছে — বাবু খান

দামুড়হুদায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, চাল, ডাল, তেল আটা, সার, ডিজেলসহ কৃষি উপকরণের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির

প্রতিবাদে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ফ্যাসিস্ট সরকারের পদত্যাগ, বিএনপির নেত্রী বেগম খালেদাজিয়া ও নেতা কর্মীদের মুক্তিসহ ১০দফা দাবিতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩টার দিকে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড সংলগ্ন হাসিনা সুপার মার্কেটের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে উক্ত অবস্থান কর্মসূচি ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহবায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র আপনারা স্বচোখে দেখতে পাচ্ছেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন দাম থাকার কারণে সাধারণ মানুষের নাভীস্বাস উঠেছে। সবকিছু এখন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সাধারণ মানুষ এখন খুবই কষ্টে আছে। সরকার চুরি- দুর্নীতিকে জাতীয়করণ করেছে।মানুষ ভোটের সময় নিজের ভোট প্রয়োগ করতে পারছেনা। তাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য এখন আমাদের একটাই দাবি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন হতে হবে। তা না হলে এই নির্বাচনে বিএনপি যাবে না।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরিফ। এসময় তিনি বলেন, মিথ্যা হামলা মামলা দিয়ে বর্তমানে বিএনপির নেতা কর্মীদের দমিয়ে রাখতে পারবে না। মিথ্যা মামলা না দিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে দেখুন, দেখবেন আপনাদের আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হয়েছে, দেশের জনগণ ভোটের মাধ্যমে আপনাদের জবাব দিয়ে দিবে, জনগণ আওয়ামী লীগ সরকারকে আর চায়না।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির অন্যতম সদস্য আব্দুর জব্বার সোনা, দার্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, জীবন নগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান সফি, জেলা বিএনপির সদস্য সভানেত্রী রোউফুন নাহার রিনা, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মোকাররম হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা বিএনপির সদস্য সালমা জাহান পারুল, জেলা যুব দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, জেলা ছাত্র দলের সভাপতি শাজাহান খান, সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা, দামুড়হুদা থানা

বিএনপির সুপার ফাইভ সিঃ সহসভাপতি আ: ওয়াহেদ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম। দামুড়হুদা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ইকরামুল হক।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার।

দামুড়হুদা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, দামুড়হুদা থানা ছাত্র দলের সভাপতি আফজালুল হক সবুজ, সাধারণ সম্পাদক সুলতান আহাম্মেদসহ থানা ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির অবস্থান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

বিদ্যুৎ, গ্যাস, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, আওয়ামী লীগ সরকারের সন্ত্রাস দুর্নীতির প্রতিবাদসহ ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি।

আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মুুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজার সাপ্তাহিক হাট প্রাঙ্গণে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে

অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বদর উদ্দিন বিশ্বাস।

জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুর রহমান জাহিদ,মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান,সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো,
উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সাধারণ সম্পাদক আফিরুল ইসলাম প্রমুখ । এছাড়াও অবস্থান কর্মসূচিতে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের শত শত নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে ১০ দফা দাবিতে বিএনপির পদযাত্রা

বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মীদের মুক্তি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের কমানোসহ ১০ দফা দাবিতে ঝিনাইদহে পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করেছে বিএনপি।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জেলা বিএনপির আয়োজনে শহরের উজির আলী স্কুল মাঠ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। এতে জেলা ও ৬ উপজেলার নেতাকর্মীরা অংশ নেয়।

পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে বাস টার্মিনাল হয়ে আরাপপুর গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ।

এতে কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা অ্যাড. আসাদুজ্জামান, বাবু জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় বক্তারা বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল নেতাকর্মীদের মুক্তি ও বিএনপির ঘোষিত ১০ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানান।

মেহেরপুরে শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহহ কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, বেগম খালেদা জিয়াসহ কারাবন্দীদের মুক্তি ও ১০ দফা দাবী আদায়ে পদযাত্রা কেেরেছ মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

শনিবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রা শুরু করে শহর প্রদক্ষিণ শেষে সরকারি বয়েজ স্কুল মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সাংসদ মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে পদযাত্রায় সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদর উপজেলা সভাপতি এ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মুরাদ আলীসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

পদযাত্রায় কর্মসুচী শুরুতে মাসুদ অরুন বলেন, গনতন্ত্রের পূনরুদ্ধারের লড়াই চলছে। জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের কর্তৃত্ব জনতার হাতে ফিরিয়ে দিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হলেন মেহেরপুরের প্রিন্স ইমরান

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরের প্রিন্স ইমরান হোসেন।

গতকাল বুধবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নির্দেশে মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২৫১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির অনুমোদন দেন।

প্রিন্স ইমরান মেহেরপুর পৌর কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায়নরত অবস্থায় ২০০৬ সালে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। পরে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন ২০১০ সালে। ২০১৫ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদকহিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তি ২০১৯ থেকে যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে কাজ শুরু করেন।

নর্দান ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করে তিনি ব্যবসা করছেন। তিনি বিএনপির আইটি সেলের সদ্স্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের বাধায় বিএনপির ইউনিয়ন পদযাত্রা পন্ড

বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদ যাত্রা কর্মসুচী পালন করেছেন কোটচাঁদপুর বিএনপি।

শনিবার বিকেল ৩ টার সময় এ কমর্সুচী পালন করেন দলটি। পদযাত্রায়

পুলিশ বাধা দিয়েছেন এমন অভিযোগ নেতা-কর্মীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসুচীর অংশ হিসেবে কোটচাঁদপুরেও বিএনপি ইউনিয়ন পদযাত্রা কর্মসুচীর আয়োজন করেন। এরমধ্যে কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর ইউনিয়নের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল,দোড়া ইউনিয়নে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন,কুশনায় ছিলেন বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল,বলুহরে ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস ও এলাঙ্গীর পদযাত্রায় ছিলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক।

এ কর্মসুচী সফল করতে প্রতিটি ইউনিয়নে নির্ধারিত স্থানে দলীয় নেতা-কর্মীরা জড়ো হতে থাকেন। এরপর বিকেল ৩ টার সময় শুরু হয় ইউনিয়ন পদযাত্রা। এ সময় পুলিশের বাধায় পন্ড হয় পদযাত্রা। পরে নেতা-কর্মীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দীন বুলবুল সিডল বলেন,নেতা-কর্মীরা পদযাত্রা কর্মসুচী পালনের জন্য জড়ো হয়। এরপর পদযাত্রা শুরু হয়। নেতা-কর্মীরা কিছু দুর যাবার পর পুলিশের বাধার মুখে পড়েন। পরে ওখানেই সমাবেশ করে কর্মসুচী শেষ করা হয়।

একই কথা বলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর ফারুক হোসেন খোকন। তিনি বলেন,আওয়ামীলীগরা দলীয় মিছিল নিয়ে ইউনিয়নে শান্তি সমাবেশ যোগ দিলে সমস্যা নাই। আমরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে শান্তি পূর্ণ পদযাত্রা কর্মসুচী পালন করছিলাম। সেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছেন। পন্ড করেছেন পদযাত্রা কর্মসুচী।

তবে এলাঙ্গী ইউনিয়নে পদযাত্রা সফল হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আমরা ইউনিয়নে লিফলেট বিতরন করেছি। এরপর পদযাত্রা কর্মসুচীও পালন করেছি। এ ইউনিয়নে পদযাত্রা কর্মসুচী সফল হয়েছে। পদযাত্রা শেষে ফাজিলপুর বাজারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মুজিবনগরে উপজেলায় বিএনপির পদযাত্রা

মুজিবনগরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যে সহ কৃষি উপকরণের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, কর্তৃত্ববাদী সরকারের পদত্যাগ, বেগম খালেদা জিয়াসহ গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি, অবৈধ সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবিতে বিএনপি এর পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি এর আয়োজনে, জেলা বিএনপি’র সভাপতি (সাবেক) এমপি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে মোনাখালী খেলার মাঠ থেকে বাজার পর্যন্ত এবং বাজার থেকে দারিয়াপুর বাজার পর্যন্ত মোনাখালি ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বদরউদ্দিন বিশ্বাস সহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি, যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল কৃষক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীবৃন্দ।